দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পটিয়ার জামেয়া মাদ্রাসা

দেশের বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্রাসা আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া আমিরিয়া কাছেমুল উলুম সংক্ষেপে পটিয়া মাদ্রাসার পরিচিতি এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিশাল দীনি শিক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া' বের হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দীনের খেদমত আনজাম দিয়ে আসছে। অনেকগুলো অনুষদ, উন্নত ও সমৃদ্ধ সিলেবাস, জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ শিক্ষকমন্ডলী আর সুপরিসর ছাত্রাবাস-এ সকল সুযোগ সুবিধার কারণে এ মাদ্রাসাটি দেশের বাইরে মুসলিম বিশ্বে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবেই সমধিক পরিচিত।

মাদ্রাসার সমৃদ্ধ সিলেবাসের কারণে শুধু দেশের অভ্যন্তর থেকেই নয়, জ্ঞানের পিপাসায় এখানে ছুটে আসে বহির্বিশ্বের শিক্ষার্থীরাও। দীনি এলেম হাসিলের লক্ষ্যে এখানে থাইল্যান্ড, মায়ানমার এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক এলেমের সমাগম ঘটে। চট্টগ্রামে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও এখানকার অধিবাসীদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়েই মুফতী শায়খ মাওলানা জমীরুদ্দিন (রঃ) সাহেবের পরামর্শে তাঁর শিষ্য মাওলানা মুফতী শাহ আযীযুল হক সাহেব ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ পূর্বে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে পটিয়ার কেন্দ্রস্থলে এ মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। দীনি এলেম শিক্ষা দেয়া মূল লক্ষ্য হলেও শিক্ষার্থীদের মাঝে আল্লাহর ভীতি সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদেরকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পার্থিব শিক্ষাও এখানে প্রদান করা হয়। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান সব বিষয়ে মৌলিক শিক্ষা এখানকার ছাত্রদের প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার এ যুগে যোগ্যতা বিচারে যাতে এ মাদ্রাসার ছাত্ররা টিকে থাকতে পারে সে লক্ষ্যে মাদ্রাসার ছাত্রদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও (যেমন দর্জি বিজ্ঞান, পুস্তক বাঁধাই, হস্তলিপি, টাইপিং শিক্ষা ও কম্পিউটার পরিচালনা বিষয়ে) দেয়া হয়ে থাকে।

এ মাদ্রাসার কারিকুলাম বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে পটিয়া মাদ্রাসা হতে যারা তাখাসসুস ফিল হাদীস কোর্স সম্পন্ন করবেন তারা আল আজহারে সরাসরি মাষ্টার্স করতে পারবেন। আর এখান থেকে 'দাওরা' সম্পন্নকারী ছাত্ররা আল আজহারে বি.এ অনার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

পটিয়া মাদ্রাসা গতানুগতিক শুধু একটি মাদ্রাসা নয়, এর অধীনে পরিচালিত হয় শত শত মাদ্রাসা, হেফজখানা। এ মাদ্রাসার উদ্যোগে প্রতিবছর আয়োজিত হয় আন্তঃ পর্যায়ের হেফজ প্রতিযোগিতা। এর মাধ্যমে হেফজ কোরানের প্রতি শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করা হয়। বিজয়ী হাফেজদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পটিয়া সদরস্থ তুফান আলী মসজিদ থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে যে মাদ্রাসাটি যাত্রা শুরু করেছিল সেটা কালের ব্যবধানে আজ ডালপালা গজিয়ে সুবিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় চার সহস্রাধিক ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভ করছে। 'দারুল উলূম'টি শুধুমাত্র জ্ঞানের আলো বিতরণেই এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখেনি, এটি হাত বাড়িয়েছে মানবসেবার দিকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষকে সাহায্য করার জন্য এ মাদ্রাসায় গঠন করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ইসলামী ত্রাণ কমিটি'। চিকিৎসা সুবিধা বঞ্চিত মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ মাদ্রাসার উদ্যোগে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যথাক্রমে ৩০ ও ৫০ শয্যাবিশিষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়। নও মুসলিমদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নও মুসলিম পুনর্বাসন কেন্দ্র।

মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মোহতামিম মুফতী শাহ আযীযুল হক সাহেব ও পরবর্তী মোহতামিম (মহাপরিচালক) মাওঃ শাহ্ মুহাম্মদ ইউনুছ সাহেবের ইন্তেকালের পর বিগত ১৯৯২ সাল থেকে বর্তমান মহাপরিচালক আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী অত্যন্ত সুচারু ও দক্ষতার সাথে এ পর্যন্ত এ জামেয়ার সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব সফলতার সাথে আনজাম দিয়ে আসছেন।

❑ মোঃ জোবায়েরুল ইসলাম